



সমাজ সংবাদ

Volume 35, Issue 4/5

দুর্গা পূজো/কালী পূজো-আশ্বিন/কার্তিক ১৪১৭

Oct/Nov 2010

বি.এ.জি.সি.র কার্য-নির্বাহক সমিতির পক্ষ থেকে সকলের জন্য রইল শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।



পূজো মানেই নতুন জামা
পূজো মানেই সিঁদুর খেলা
পূজো মানেই চারিদিকে
পূজো মানেই মাগো তুমি
পূজো মানেই কদিন ভুলি
পূজো মানেই তোমার জন্য

তা ধিনা ধিন ধিন,
ছুটি চারটি দিন।
ঢাকের বাদ্যি বাজে,
আসো সবার মাঝে।
মনের সকল জ্বালা,
সাজাই বরণ ডালা।





President's Message

It is that time once again – the time when the scorching summer heat slowly gives way to the cool autumn breeze. The time when moms and dads are jamming the stores, busily shopping for back-to-school stuff. Worried parents are lining up in the dorm hallways, moving in the kids for a new semester year – a busy time indeed! But for the Bengalis in all over the world this is also a blissful time – a time to immerse ourselves in the joy of celebrating Durga Puja.

It seems as though, at this time of the year, the world gets ready to welcome our beloved Ma Durga. The sky over Bengal is brilliant blue with a few cotton clouds idly passing by; the air is filled with the fresh smell of *Shiuli* flowers; dew drops are sparkling on each blade of grass. Here in North America trees are awash with red, yellow and orange creating a fitting backdrop for the festivities.

We are ready too to celebrate. Our conch shells will be blowing, drums will be playing, incense sticks will be burning. It is the time! We will be celebrating the Durga Puja on October 15, 16, 17 at Bartlett High School. An exciting highlight of this year's Puja will be that it will coincide with the actual Puja days as per the *Panjika*. Also, exciting cultural programs have been planned for your entertainment with legendary guest artists: Rezwana Bonya Chowdhury, Rupankar and Nirmalya Roy.

I cordially invite you, your family and friends to join us in this great celebration.

See you all at the Durga Puja Festival—Happy Sharodiya!

Sincerely,

— *Dipak Ghosh*

~ 2010 ~ Committee Members

Dipak Ghosh President	(630)369-3262
Amit Chakraborty Vice-President	(847)776-4074
Subrata Raychaudhuri Secretary	(847)821-8911
Asim Gangopadhyaya Treasurer	(630)515-1390
Bula Jha Gauri Roy Cultural	(312)527-2852 (630)455-5677
Tapan Palit Basudeb Dey Uditt Mukherjee Food	(847)202-9440 (847)375-0516 (815)267-3545
Aloka Bose Soma Sanyal Monisha Datta Puja	(630)983-8283 (847)359-4930 (630)830-0851
Khona Deb Devkumar Mustafi Newsletter	(815)469-4010 (773)363-0343
Deep Bandyopadhyay Dwaipayan Nath Facilities Dibyendu Saha (SubC)	(517)604-1364 (630)336-4095 (510)375-1537
Sridhar Adhya Debasis Chatterjee Registration	(847)847-7296 (630)301-1270
Arnab Dan Sports	(630)960-9276

~ 2010 ~ Committee Members (cont.)

Dipak Chatterjee Community Relations	(630)983-7764
Reba Chaudhury Website/DBA/E-mail	(630)922-0092
Poulomi Ghosh Lia Nandi Youth	(630)213-6396 (630)420-7390
Angshuman Chatterjee S. Sriram	Past President Past Treasurer

A Brief History of Durga Puja

The origin of public celebrations of Durga Puja can be traced back to the 16th century. With the ascent of the Mughals, Durga Puja became more of a status symbol in those days. Grand celebrations and huge fan fare was part of the very first *Sharodiya Durgotsab* festivals organized by Raja Kangshanarayan of Taherpur and Bhabananda Mazumdar of Nadiya in 1606. There was an additional custom of *Baroyari* meaning a group of twelve friends that originated in 1790 in Guptipara (Balagarh Thana in the District of Hooghly) in West Bengal. It is also known as *Sarbojanin Puja*, which we celebrate today.

Acknowledgment: We gratefully acknowledge the generous support from Dr. Krishna Chakrabarty. The cost for producing color cover pages in this Newsletter was defrayed in full from the contributions by Krishnadi and by the editors.

BAGC's cultural programs are partially supported by a grant from the Illinois Arts Council!



সম্পাদকীয় কলম

- খনা দেব
- দেবকুমার মুস্তাফি



দেখতে দেখতে এসে গেলো দুর্গা পূজো – বাঙালীদের সবচেয়ে বড় উৎসব। যখন শরতের সাদা মেঘ ভেসে যায় নীল আকাশে, যখন বাতাস ভরে ওঠে শিউলি ফুলের সুগন্ধে তখন সমস্ত বাঙালীদের মনও মেতে ওঠে এক অদ্ভুত আনন্দে। পাড়ায় পাড়ায় শুরু হয় তারই প্রস্তুতি – মন্ডপ এবং অভিনব আলোক সজ্জার পরিকল্পনা; রাতজাগা, অক্লান্ত পরিশ্রমী শিল্পীদের প্রতিমা গড়ার প্রচেষ্টা; নাটক, যাত্রা ও নতুন ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা। দেশ থেকে বহু দূরে শিকাগো শহরে বসে আমাদের মনও তখন বাঁধন ভেঙে হয় ভীষণ চঞ্চল। সত্যি করে বলতে, বছরের এই সময়টায় নিজেদের একটু ভাগ্যহীন মনে হয়। সৌভাগ্যবশতঃ আমেরিকার প্রায় প্রতিটি শহরেই আয়োজন করা হয় দুর্গা পূজোর মহা উৎসব। যদিও সব সময় সম্ভব হয় না পঞ্জিকা বা তিথি অনুযায়ী পূজো করার, কিন্তু পূজোর কাছাকাছি একটা সময় বেছে নিয়ে আমরাও মেতে উঠি সেই মহোৎসবে।

এবছর শিকাগোতে বি.এ.জি.সি.র পরিচালনায় দুর্গা পূজোর শুভ অনুষ্ঠান হবে তিথি অনুযায়ী, ১৫, ১৬ ও ১৭ই অক্টোবর। আপনাদের সবাইকার শুভাগমন আমাদের একান্তই কাম্য। আসুন আমরা সবাই মিলে এই তিনটি দিনে একত্রে মায়ের আরাধনায় মেতে উঠি। বাঙালী খাওয়া, আড্ডা ও বিভিন্ন ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভরে উঠুক আমাদের তিনটি দিন। আশাকরি আপনাদের সহযোগিতায় আমাদের এই প্রয়াস সার্থক হয়ে উঠবে। ২০১০ বি.এ.জি.সি.র কার্য-নির্বাহক সমিতির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলের জন্য রইল শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

Special Notice

During the Durga Pujo we will distribute BAGC's annual magazine (*Sharodiya Sankhya*) to the **members**. PLEASE do not forget to take your copy. Our special thanks to those who have contributed to this edition of *Samaj Sangbad*. We would like to direct your attention—because of the time constraint, we will NOT be able to print *Kali Pujo* issue and distribute to members in time. Therefore, we are providing the schedule/event detail for *Kali Pujo* in this issue

DISCLAIMER

Articles in *Samaj Sangbad*, the BAGC Newsletter, are obtained from individual members. The editors are not responsible for the content of these articles. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not necessarily representative of BAGC.

Community News

Wedding



Anirban, son of Mrs. **Shameeta** (Gopa) and Mr. **Bishwanath Chatterjee** of Naperville, IL, married Ekta, daughter of [Late] **Prafula** and Mr.



Ramesh Shah on June 19 at Dallas, TX. Chatterjee family's reception was held on July 24 at Naperville. Anirban is a grandson of [Late] **Binay** and Mrs. **Anima Chatterjee**, who were active members of BAGC. Bride and Groom reside at Austin, Texas.

Trina, daughter of **Tamisra** (Bhramar) and **Dipak Dutta**, and **Raj Inamdar**, son of Drs. **Sarla**



and **Subhash Inamdar** were married Saturday, August 28, at the Drake Hotel in Chicago. The couple work in India; she in Gurgaon as a Director for Business Planning and Projects in the Indian unit of American Express, and he in Delhi as a Director for Residential Real Estate Investments for Red Fort Capital. Both **Trina** and **Raj** received their undergraduate and MBA degrees from Harvard.



Kumarika (Babi), daughter of **Mekhala** and **Santimoy Banerjee** of Des Plaines, IL, married **Chandan**, son of Drs. **Seema** and **Dipak Banerjee** of Gurgaon, near New Delhi, on September 18 at the Rosemont Convention Center, Rosemont, IL. Babi is finishing her final year of residency in Anesthesiology at the University of Chicago Medical Center. She accepted a position in New York and will join **Chandan**, who completed his MBA from Cornell University and now works in New York city for Goldman Sachs.

Graduation:

Sreerupa, daughter of **Sushil** and **Minchu Dey** graduated from Lane Tech Prep High School and will be attending Loyola University with a major in Pre-law.

Achievement:

Bidula, daughter of **Bitosh** and **Mala Sinha** completed her *Mancha Probesh* at the McAnich Arts Center of the College of DuPage on August 7, 2010. She has been learning Odissi since at the age of seven under the guidance of Smt **Ipsita Satpathy**. She had the opportunity to train under **Guru Manoranjan Pradhan** and **Sujata Mohapatra** during the summers at the Utkalaa Dance School in the Naperville area. She has performed at numerous venues including Navy Pier, Museum of Science and Industry, University of Wisconsin in Osh Kosh, and as well as in other cultural shows and festivals throughout Illinois. She plans to minor in dance at Loyola University in Chicago.

বি.এ.জি.সি.র বনভোজন - ২৪শে জুলাই, ২০১০

- সঞ্জিত রায়

উদ্বেগ! কেন উদ্বেগের কি হল? আজ পিকনিক করবেন - তা নিয়ে এত চিন্তার কী। উদ্বেগ হবে না মশাই - কি যে বলেন! এত ছোট ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে এক জায়গায় সমাবেশ - এই বৃষ্টি-বাদলার দিন - আর আপনি বলছেন কিনা চিন্তার কী! গতকালতো দেখে ছিলেন কেমন ঝড়-জল আর বজ্রপাত হল। আমারতো মনে নেই ইদানীং কালের মধ্যে এত বজ্রপাত দেখেছি কিনা। গতকাল সন্ধ্যায়তো শিকাগোর আকাশ ভেঙে পড়েছিল। আর প্রায় সমস্ত রাত ধরে বজ্রপাতের কী প্রচণ্ড সমারোহ। মুহূর্মুহুঃ বাজ আর তার সঙ্গে কী বিদ্যুৎবহি। তাই সকালেও ঠিক বুঝিনি আজ পিকনিক হবে কিনা। সকাল থেকে ফায়ার ব্রিগেডের স্থানীয় জনসংযোগ বিভাগের সঙ্গে সমানে ফোন চালাচালি করে গেছি। সকাল দশটা নাগাদ একটু আশ্বস্ত হলাম যে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম এবং দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদ ফোটবার সম্ভাবনা প্রবল। ঐ কথাতেই বুকে একটু বল পেয়ে পিকনিকে এগিয়ে এসেছি।

আমরা যখন মাঠে এসেছি তখনও চারিদিকে জলে জল। কোনো গ্রোভেতেই লোকজনের সমাগম নেই। তার উপর বড় বড় রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে থাকার জন্য অনেক জায়গায় সোজাপথে রাস্তা খোলা নেই। ঘুরে ঘুরে আসতে হচ্ছে। আমরাও জল পেরিয়ে, কাদা বাঁচিয়ে বি.এ.জি.সি.র ঘাঁটিতে পৌঁছে দেখি জনা-দশেক সভ্যের উপস্থিতি। আমাদের জায়গাটা শুকনোই আছে, তবে তখনও সবাই বলছে আজকে কী পিকনিক হবে? আমাদের সভাপতি মশায়ের মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায় উদ্বেগ তখনও কাটেনি। দিন আরও এগোবার সঙ্গে সঙ্গে সভ্যবৃন্দের সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়তে লাগলো। খানিক বাদেই আমাদের মুখরোচক ঝালমুড়ি বিলি হতে শুরু হলো। সবাই খুশি যে পিকনিক হচ্ছে এবং রোদও উঠে আকাশের রং নীলাভ হতে শুরু করেছে। পাশের মাঠে কাদা জমে আছে বলে ছোটদের দলের মধ্যে চিৎকার চৈচামিচি খানিক স্তিমিত। ছোটবার সম্ভাবনাও কমে গেছে - একবার পা পিছলে গেলে - কাদায় পড়ে থাকা।

ইতিমধ্যে খানিক গাড়ি মাঠের সামনে পার্কিং হওয়া শুরু হয়েছে, মোটামুটি লোকজন এসেছে। তা বেলাও বাড়লো - প্রায় ১২টা বাজে - এখনও লোকজন না এলে আর কখন আসবে! বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খিদের টানটাও বাড়তে চলেছে - কিন্তু রান্নার পরিবেশতো ফাঁকা। অনেকেই সভাপতি ও খাদ্যমন্ত্রীদেব নীচু গলায় প্রশ্ন করছে - তবে কি আজ . . .? সভাপতি মশায়ের গলা শোনা গেল - “চিন্তা করবেন না, প্রচুর খাবারের আয়োজন করা হয়েছে, এক্ষুনি এসে যাবে।” একটু পরেই এল রকমারি খাবার আর খাবারের বহরও প্রচুর। বাইরে থেকেই তৈরি, পরিষ্কার করে সাজানো, গরম খাবার। খাবার আসার সাথে সাথেই উপযুক্তভাবে পরিবেশন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাইকে খাবার দেওয়া হল এবং প্রত্যেকেই বেশ খুশি খুশি মুখে ভোজন-পর্ব শুরু করে দিলেন। প্রথম পর্ব শেষ হবার অল্পক্ষণের মধ্যেই দ্বিতীয় পর্বের হল শুরু। কোনকিছুর অসুবিধা হয়েছে বলে মনে হল না। আমার সাথে যারা খাবার নিলেন, তারা কেউই সম্পূর্ণভাবে এক প্লেট খাবার শেষ করতে পারেন নি।

ক্রীড়ামন্ত্রী অর্ণব দান ক্রটি রাখেননি কোনো কিছুর - খেলাধুলার আয়োজনের ব্যাপারে। ছোটরা ভীষণ ভাবে অপেক্ষা করে পিকনিকে এসে খেলবে বলে। বাচ্চাদের (৪-৬ বছর এবং ৭ বছরের উর্ধ্বে) জন্য আয়োজন করা হয়েছিল: ১০০ মিটারের দৌড়, স্পুন রেস, কুকি রেস, তিন পায়ে দৌড় এবং মিউসিক্যাল চেয়ার। মহিলাদের জন্য ছিল মিউসিক্যাল চেয়ার। এছাড়াও ছিল বড়দের ডাবল-উইকেট, ক্রিকেট টুর্নামেন্ট - এতে সাতটি টিম অংশগ্রহণ করেছিল। প্রতি বছরের মতো ‘মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল’ ফুটবল খেলারও ব্যবস্থা ছিল। এবছর ছিল চারজন করে এক একটা টিমে - পরিশেষে ইস্টবেঙ্গল জেতে ৫-২এ।

এবার বাড়ি যাবার পালা। যেভাবে দিনটির সূচনা হয়েছিল, সেই তুলনায় বলতে গেলে এবছর বি.এ.জি.সি.র বনভোজন ছোট বড় সবাই উপভোগ করেছেন।



Harmony in the Gita: Introduction to the Bhagavad Gita

Provided by Ranjit Roy

The *Srimad Bhagavad Gita* is a dialogue between Lord Krishna - Supreme God in human form and Prince Arjuna - Sublime Devotee, narrated in the great epic, the Mahabharata. It comprises eighteen discourses of a total of 704 Sanskrit *Slokas* or two-line verses. On the battlefield of Kuruksetra, Lord Krishna revealed profound, sublime and soul-stirring spiritual truths related to the paths of “**Karma**” (Action), “**Bhakti**” (Devotion) and “**Gana**” (Knowledge) to attain the rare secrets of Yoga (Supreme Communion). The first six chapters 1-6 have been classified as the *Karma* (Action)-Yoga section as they mainly deal with the science of the individual consciousness attaining communion with the Ultimate Consciousness through the path of actions. The middle six chapters 7-12 have been designated as the *Bhakti* (Devotion)-Yoga section as they are principally pertaining with the science of the individual consciousness attaining communion with the Ultimate Consciousness by the path of devotion. The final six chapters 13-18 are regarded as the *Gana* (Knowledge)-Yoga section as they are primarily concerned with the science of the individual consciousness attaining communion with the Ultimate Consciousness through knowledge and judgment that establishes the identity of the individual soul with the Supreme Soul.

Thus the eighteen discourses are woven in a harmony of the final goal. Each one is intimately or vitally connected with its precedent. It deliberates with smoothness the philosophy of action, devotion and knowledge. All three must be harmoniously blended by the devotee wishing to attain perfection. Each of the Yoga is as efficacious as the other. The Gita presents the theories of the three paths without creating any conflict among them. The knowledge found within the Bhagavad Gita is incomparable as it gives specific information regarding the purpose of human existence, the immortality of the soul and our eternal relationship with the God. It is natural and inherent spirit in all of us and birthright of every human being.

Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita just prior to the commencement of the Mahabharata war on the battlefield of Kuruksetra in 3102 BC. So it is clearly understood that the eternal knowledge of the Bhagavad-Gita had not been influenced by Judaism, Buddhism, Christianity, or Islam; for these religions were established millenniums later. The title “Bhagavad Gita” literally translates as the Song of God! It was originally revealed in the classical language of Sanskrit spoken on the Indian sub-continent. Charles Wilkins was the first to translate it into English in 1785. Later it was translated into Latin

in 1823 by Schlegel, into German in 1826 by Von Humbolt, into French in 1846 by Lassens and into Greek in 1848 by Galanos. By now it has been translated into all the major languages of the world. *The 18 Chapters:*

The First Teaching: Arjuna's Dejection. Arjuna surveyed his elders and companions in both armies and saw standing there; fathers, grandfathers, teachers, uncles, brothers, sons, grandsons, and friends. Dejected, he said this: “Krishna, I see my kinsmen gathered here, wanting war. How can we ignore the wisdom of turning from this evil when we see the sin of family destruction, Krishna? Saying this in the time of war, Arjuna slumped into the chariot and laid down his bow and arrows, his mind tormented by grief.

The Second Teaching: Philosophy and Spiritual Discipline. Krishna said “You grieve for those beyond grief, and you speak words of insight; but learned men do not grieve for the dead or the living. Our bodies are known to end, but the embodied self is enduring, indestructible, and immeasurable; therefore, Arjuna, fight the battle! Arjuna, when a man knows the self to be indestructible, enduring, unborn, unchanging, how does he kill or cause anyone to kill? Be intent on action, not on the fruits of action; Perform actions, firm in discipline, relinquishing attachment; be impartial to failure and success—this equanimity is called discipline. Without discipline, one has no understanding or inner power; without inner power, one has no peace.”

The Third Teaching: Discipline of Karma. Krishna - Arjuna, perform action as sacrifice! Actions are all a result of the qualities of nature; but deluded by individuality the self thinks; “I am the doer” arising from nature's quality of passions. As fire is obscured by smoke and a mirror by dirt, as an embryo is veiled by its caul, so is knowledge obscured by passion.

The Fourth Teaching: Knowledge. Krishna - I have passed through many births and so have you; I know them all, but you do not, Arjuna. To protect men of virtue and destroy evil-doers, and to set the standard of sacred duty, I appear in age after age. One who really knows this, escapes rebirth when one abandons the body—and one comes to me, Arjuna. This totality of all action culminates in knowledge, and in time the man of discipline discovers this in his own spirit.

The Fifth Teaching: Renunciation of Action. Krishna - Renunciation and discipline in action both effect good beyond measure; however, discipline in action surpasses renunciation of action. Men of action reach the same place that philosophers attain. Detached from external contacts and his discipline united with Brahma, one attains unlimited joy.

The Sixth Teaching: The Man of Discipline. Arming himself with discipline, seeing everything with an equal

eye, men of discipline see the self in all creatures and all creatures in the self. However, discipline eludes the unrestrained self, but if one strives for it, one must attain the means to reach it.

The Seventh Teaching: Knowledge and Judgment. Krishna - Know that nature's qualities come from me—lucidity (*sattva*), passion (*raja*), and dark inertia (*tama*); I am not in them, they are in me. At the end of many births, the man of wisdom arises from desire, hatred and finds refuge in me; he attains the rare spirit who sees “Krishna is all that is.”

The Eighth Teaching: The Infinite Spirit. The blessed Lord said: Eternal and supreme is the infinite spirit; its inner self is called inherent being; its creative force, known as action, is the source of creatures' existence. Invoking the infinite spirit as the one eternal syllable AUM, remembering me as he abandons his body, he reaches the absolute way.

The Ninth Teaching: The Sublime Mystery. Just as the wide-moving wind is constantly present in space, so all creatures exist in me; understand it to be true. In single-minded dedication, great souls devote themselves to my divine nature, knowing me as unchanging, the origin of creatures. Men who worship me, thinking solely of me, always disciplined, win the reward I secure. Discipline yourself to me and you will reach me.

The Tenth Teaching: Fragments of Divine Power. Krishna - I am the self abiding in the heart of all creatures; I am their beginning, their middle, and their end. I am the beginning, the middle, and the end of creations, Arjuna; of sciences, I am the science of the self; I am the dispute of orators. I am death the destroyer of all, the source of what will be, the feminine powers: fame, fortune, speech, memory, intelligence, resolve, patience. Arjuna, I am the seed of all creatures; nothing animate or inanimate could exist without me.

The Eleventh Teaching: The Vision of Krishna's Totality. Arjuna - reveal to me your immutable self, Krishna, Lord of Discipline. Krishna - Arjuna, You cannot see me with your own eye; I will give you a divine eye to see the majesty of my discipline. It was a multiform, wondrous vision, with countless mouths and eyes and celestial ornaments, with many divine weapons. Everywhere was boundless divinity containing all astonishing things anointed with divine perfume. If “the light of a thousand suns” were to rise in the sky at once, it would be like the light of that Great Spirit. Arjuna – I am thrilled, and yet my mind trembles with fear at seeing the unseen; show me God I know, be gracious, Lord of Gods, Shelter of the World.

The Twelfth Teaching: Devotion. Those who concentrate their minds in Krishna, worship me constantly with devotion and faith, I regard them as best among yogis

who are established themselves in me. The yogi who is always content, who has his mind steadily under control, who is of firm resolve and determination, who has established himself in me with his mind and intelligence, such a devotee of mine is indeed, very dear to me.

The Thirteenth Teaching: Knowing the field. The field denotes this body and wise men call the one who knows it as the field-knower. Krishna is the field-knower in all fields and knowledge of the field Knowledge means; it is the light of lights beyond darkness; knowledge seated in the hearts of all. Just as one sun illumines this entire world, so the master of the field illumines the entire field.

The Fourteenth Teaching: The Three Qualities of Nature. The three qualities - lucidity, passion and inertia (*sattva*, *raja*, *tama*) are inherent in nature that binds the imperishable dweller into the body. Lucidity attaches one to happiness, passion is cause of action, but inertia by covering wisdom attaches to negligence and delusion. One who serves Lord Krishna faithfully with discipline and devotion transcends the qualities of nature and shares in the infinite spirit.

The Fifteenth Teaching: The True Spirit of Man. Roots in the air, branches below, the tree of life is unchanging, they say; its leaves are hymns, and he, who knows it knows the sacred lore. I dwell deep in the heart of every-one; memory, knowledge, and reasoning come from me; and I am its knower, the creator of its final truth.

The Sixteenth Teaching: The Divine and the Demonic in Man. Those who possess demoniac qualities and who live whimsically, without following the regulations of scripture, attain lower births and further material bondage. But those who possess divine qualities and live regulated lives, abiding by scriptural authority, gradually attain spiritual perfection.

The Seventeenth Teaching: THREE ASPECTS OF FAITH. Reverence, purity, simplicity continence and non-violence, this is said to be penance of the body. Truthful, pleasing and beneficial, recitation of scriptures, such words make the penance of speech, cheerfulness of mind, peace gentleness, silence, self-control, purity of mind – this is called the penance of mind. ‘Aum, Tat, Sat’ – this is considered to be the threefold symbol of Brahman.

The Eighteenth Teaching: The Wondrous Dialogue Concludes. The ultimate conclusion of the Gita: the highest path of religion is absolute, unconditional loving surrender unto Krishna, which frees one from all sins, and enables one to return to Krishna's eternal spiritual abode. Arjuna - Krishna, my delusion is destroyed. I stand here ready to act on your words.



Durga Puja Schedule—October 15-17, 2010—Bartlett High School

Friday: October 15, 2010

Registration	Starts at 5:00 PM
Puja	6:00—7:30 PM
Anjali	7:45—8:00 PM
Sandhya Arati	8:00—8:15 PM
Dinner	7:30—8:30 PM
<u>Cultural Program</u>	8:30—10:30 PM

Saturday: October 16, 2010

Registration	Starts at 9:30 AM
Puja	10:00 ^{AM} —1:00 ^{PM}
Anjali	1:00—2:00 PM
Lunch	1:30—3:30 PM

Kitchen closes at 3:30 PM

Sandhya Arati	3:45—4:45 PM
Cultural Program	5:30—8:30 PM
Dinner for Kids	7:30—8:30 PM
Dinner for Adults	8:30—10:00 PM

Sunday: October 17, 2010

Registration	Starts at 12:00 ^{noon}
Puja	12:30—2:30 PM
Anjali	2:30—2:45 PM
Lunch	2:30—3:30 PM
Arati	2:45—3:00 PM
<i>Bisarjan and Sindoor Khela</i>	3:00—4:00 PM
Cultural Program	5:00—8:00 PM
Dinner (Box)	8:00 PM

*Flowers for Puja & Anjali
will be greatly appreciated!*
— Puja Committee

Cultural Programs – Durga Puja 2010:

Friday – October 15, 2010:

Devi Bandana: Opening dance – by Local Talents

Natok: Lakshmir Pariksha – An ALL women's play
Written by Rabindranath Thakur
Directed by Devipriya Roy

Surodhwoni Sandhya – by nightingale of two Bengals:
Rezwana Bonya Chowdhury

Saturday – October 16, 2010:

Nritya-Natya: Shaap Mochan – A dance drama written by
Rabindranath Thakur
Directed by Rupali Chaudhuri &
Arpita Dewanjee

Ekti Ganer Sandya – by the most versatile singer from
Kolkata: **Rupankar**

Sunday – October 17, 2010:

Devi Pranam – A musical program – Directed by
Mallika Sarkar

Gan Geye Jai – A musical journey of ragas/modern
music fusion by **Nirmalya Roy**

**Durga Puja's Registration Fees for Members, Non-Members and Students will be posted—PLEASE visit
BAGC's website at <http://www.bagc.net>**

BAGC's Nomination Forms (Executive Committee and Board of Trustee) for 2011 are now available—PLEASE go to BAGC's website @ <http://www.bagc.net> to upload the forms!

2010 Nomination Committee:

Bikramjit Dewanjee - Chairman
Girin Roy
Samir Dutta
Subham Sanyal
Sourav Banerjee

PLEASE return the nomination form duly filled in to the Chairman of 2010 Nomination Committee by October 16, 2010.

Bikramjit Dewanjee, Chairman
3 Vincent Ct
Naperville, IL 60565

Guest Artists: BAGC Durga Puja - 2010



Rezwana Bonya Chowdhury is a contemporary Rabindrasangeet singer widely hailed in both her native Bangladesh and West Bengal as being one of the most versatile exponents of this musical genre. She is often referred to by aficionados solely by her nickname Bonya, which translates into English as "inundation". She is one of the most acclaimed former protégés of Kanika Banerjee. Bonya has been singing from a very early age. As long as she remembered she dreamt of learning Rabindrasangeet at Bishwa Bharati University. On completing her training, she became recognized as a master in the Bishwa Bharati style due to her clean rendition, impeccable accent, and her willingness to tackle even the most difficult and least popular songs. She has traveled extensively and has cut numerous albums in many countries, most notably in Bangladesh and India. She also opened *Shurer Dhara*, a school for learning music in Dhaka. In 2002, she was awarded the first Ananda Sangeet Puroshkar for being the best female Rabindrasangeet artist, a feat she repeated the following year. She currently holds a faculty position in the Department of Theater and Music at the University of Dhaka.



Rupankar Bagchi is one of the most versatile singers of Bengal today. "Music flows in my blood", Rupankar reminisces; "From my childhood, I learnt classical vocal from my father S. Ritendra Nath Bagchi and at the same time, Rabindrasangeet from my mother Smt. Sumitra Bagchi. Soon I was ready for formal training from my Guru S. Sukumar Mitra in Classical Music and from S. Jatileswar Mukhopadhyay in Modern Songs. My first stage performance was at the age of eleven, with my mother beside me." Today, Rupankar is in the limelight - all over the media. Moreover, he is the heart-throb of the young and loved by all! His awards include: *Best Playback Singer in Soap – Sonar Harin* (ETV Bangla) from Sunfeast Pratidin Tele-Samman in 2007; *Best Playback Singer for Andarmahal* from Ananda Bazar Patrika; *Uttam Kumar Award* in 2006; *Best Lyricist Award* from Ananda Bazar Group at Ananda Puroshkar in 2001; *Best Album* by Snowcem Ananda Durgotsav Arghya for Bhokatta in 2002; *Best Album* by Bangio Sangeet Prachar Samiti for *Meghe Roddure* by Prime Music in 2003.



Nirmalya Roy is an inspirational vocalist whose passion in music was recognized by his mother at an early age. He had begun training in classical music with Prof. Sunirmal Bhattacharya from Bishwa Bharati University. He was also trained in Khaeyal by the late Govinda Prasad Debnath, a disciple of Pandit Chinmoy Lahiri. Later Nirmalya came under the guidance of Pandit Amiya Ranjan Banerjee, a renowned vocalist of Vishnupur Gharana. Nirmalya, a *Sangeet Visharad*, had consistently achieved top positions in various music competitions including in Khaeyal at Rajya Sangeet Academy, All India Music Competition - Gauhati, Music India Competition of Ghazals and Golden Talent Contest sponsored by HMV. He participated in Rajgir festival in 1997. In 2000, he was awarded the National Scholarship from the Indian Government. Nirmalya became a Scholar at the prestigious Sangeet Research Academy of Kolkata; his performances continue to be aired regularly on All India Radio as well as various Television networks (Zee-TV, Tara-TV, E-TV, DD-7 Calcutta Doordarshan, etc). Nirmalya's first audio cassette "Nijere Harai" was nominated for Ananda Bazar Patrika's Bengali music Award in Ananda Purashkar. Nirmalya is currently associated with Zee-TV and is also the lead singer of the Music Band "Taal Tantra".

BAGC Bangla School Update — by Shanku Ghosh

The 2009-2010 session of Bangla School ended with more students than before and we are looking forward to an even larger class in 2010-2011. I am elated to see the growth of the children in their Bengali skills and also in the friendships that are fostered through social interaction the school provides while building a sense of community. The third anniversary of the school should be viewed with communal pride and a sense of accomplishment. Currently, the school provides both language and choir sections. They performed at this year's BSD to the delight of the audience.

Each year at the end of the Spring Session, students that are ready to move up take a level test. The following students have successfully completed their level tests.

Congratulations!

Level 1: Akanksha Majumdar
Ayan Das
Devanshi Chakrabarti
Sami Chaudhuri
Satwika Paul
Shwetta S. Dhar

Level 2: Anand Chakraborty
Arushi Paul
Soumyaa Mazumder

Level 3: Ahiri Ghosh
Aishani Ghosh
Anjan Ghosh
Arjun Pal
Meghna Dasgupta
Sagnik Chakraborty

Please note a few students are not listed above who missed the Level tests due to other commitments and will be completing them prior to the start of Fall session.

Thanks!

Bangla School would not be possible without the generous donation of time and resources from teachers and other well-wishers. On behalf of the students, Thank You!

Lead Teachers by Level/Table:

Level 1 Table 1 – **Debjani Sen**

Table 2 – **Soma Sanyal**

Table 3 – **Sudipta Paul**

Level 2 Table 4 – **Mahuya Sengupta**

Level 3 Table 5 – **Debabrata Pal**

Manjusree Ghosh – Head Teacher for Bangla School

Rubal Dasgupta – Choir Director

Surya Dutta – Facilities

Ronti Ghosh – Communications

Special thanks to:

- **Khona Deb** for providing curriculum material that have been very beneficial this year as the kids progress in their language skills.
- **Manjusri Chakravarti** for donating a set of English/Bengali dictionaries that are given to our Level 3 students.
- **Subhashish Mukherjee** for working with the choir students in providing musical accompaniment for their Banga Sanskriti Dibas program.
- Current and the past year **BAGC Executive Committees** for helping to both establish the Bangla School and continue to support the ongoing operations of the school.

For feedback and questions, PLEASE e-mail to: shanku@yahoo.com



Language
Class



M. Ronti Ghosh

Financial Consultant

AXA Advisors, LLC

1751 Lake Cook Road, Suite 200
Deerfield, IL 60015

Tel. (224) 392-3721 / (224) 554-8143

Fax (847) 236-4123

monika.ghosh@axa-advisors.com

-
- Education Funding • Estate Planning*
 - Life Insurance • Retirement Planning
 - Wealth Preservation & Accumulation

Individuals / Professionals / Small Businesses



AXA ADVISORS

redefining / standards

www.AXAonline.com

*Funded through the use of life insurance and other financial products.

Securities and investment advisory services offered through AXA Advisors, LLC (NY, NY 212-314-4600), member FINRA, SIPC. Annuity and insurance products offered through AXA Network, LLC and its subsidiaries.

GE-40730(a) (9/07)

Kali Puja: November 6, 2010—Bartlett High School



Kali Puja: Schedule

Registration***	Starts at 2:30 PM
Tea & Snacks	2:30—3:30 PM
General Body Meeting	3:00—5:00 PM
Puja	5:00—6:30 PM
Dinner	7:00—8:30 PM
<u>Cultural Program</u> ***	8:30—10:30 PM

***Registration fees for members and non-members, cultural programs and guest artist's information will be announced via e-mails and BAGC's website! PLEASE visit to BAGC's website at <http://www.bagc.net>



Banga Bhavan

- *The Banga Bhavan Committee*

On July 21, 2010, Bengali Association of Greater Chicago became a proud homeowner. The property located at 1148 N. Main Street, Glendale Heights will be BAGC's first home. All members have worked hard and donated generously to make this possible.

Through the years BAGC membership has expanded. What started as a Bi-joya Sammelan in an Apartment almost 30 years ago has evolved into a vibrant organization. The founding members of BAGC had dreamt about a

home and started a fund raising process to put money aside for the home. Today their dream and the dreams of all the members have become a reality.

The possibilities for the space are numerous. The first floor will be used for a Temple or Religious Center with additional space for Cultural activities. There will be a Library, and space for BAGC's Bangla School. In addition to this, there could be Health Fairs, events for the Seniors, ACT and SAT classes, cooking lessons, just a gathering for the younger members to discuss and share ideas, movies, anything we really put our mind to. Community members are welcome to provide their ideas.

We are in process of procuring a building permit, which is a pre-requisite for starting the renovation. Community members have put in a lot of time for creating a plan and detailed drawings and we should be receiving a Building Permit from the Village of Glendale Heights soon. Once we have that in hand we are ready to roll.

As of September 8, 2010, out of the pledged amount of \$326,000, the amount of \$76,000 is still not collected. We also need an additional amount of \$54,000 in donation to complete the renovations and have sufficient cash reserves. Please come forward to meet this shortfall.

Please mail your checks to: Debasish Gooptu; 1839 West Thornwood Lane, Mount Prospect, IL 60056.

We will have a booth during the Durga Puja; please come by and see what is being proposed for the building and share your ideas.



সিদ্ধেশ্বরী

— দেবকুমার মুস্তাফি

ইগলি জেলার বলাগড় থানার

ছোট্ট একটি গ্রাম - শ্রীপুর বাজার। গ্রামটির শেষ প্রান্তে গঙ্গা, তার পারেই সুন্দর একটি কালী মন্দির। ঐ গ্রামের ও আশেপাশের অঞ্চলের লোকের কাছে মায়ের পরিচয় সিদ্ধেশ্বরী বলে। মন্দিরটি প্রায় ছ'শ বছরের পুরোনো। এর মধ্যে অনেক কিছুই অদল-বদল হয়েছে। এসেছে মোগল-ইংরেজ-ফরাসী, নানা জাতি, নানা ধর্মের লোকেরা। তাদের প্রভাব শুধু শহরের মধ্যেই থেমে থাকেনি, ছড়িয়ে পড়েছিল গ্রামে-গঞ্জেও। কিন্তু মা সিদ্ধেশ্বরী ও তাঁর মন্দিরটি দেখলে মনে হয় কিছুই যেন অদল-বদল হয়নি এই ছ'শ বছরে। গঙ্গার যখন যৌবন ছিল, মন্দিরের পিছনের ঘাটে এসে দাঁড়াতো বড় বড় স্ত্রীমার। অনেক দূর-দূর দেশের লোকের যাতায়াত ছিল ঐ সিদ্ধেশ্বরীর ঘাটে। যাতায়াতের পথে মন্দিরে গিয়ে মা সিদ্ধেশ্বরীর দর্শন করাটা ঐ অঞ্চলের মানুষের একটা নিত্য-নৈমিত্তিক কাজের মধ্যেই পড়তো। গ্রামের লোকেরাই মন্দিরটির রক্ষণাবেক্ষণ ও নিত্য-পূজার দায়িত্ব বহন করে - মন্দির-কমিটিও আছে। প্রতি অমাবস্যা, বিশেষ করে আশ্বিন-কার্তিকের কালীপূজার দিনে খুব ঘটা করে পূজো হয় ঐ মন্দিরে। যে কোন কারণেই হোক ঐ অঞ্চলের সমস্ত মানুষের একটা ধারণা মা সিদ্ধেশ্বরী খুব জাগ্রত।

মন্দিরের পিছনে একদম গঙ্গার পারে ছোট্ট একটি মাটির বাড়ি, ওখানে থাকে এক সাঁওতালি মহিলা, নাম কেরালা। ওর বয়স এখন সত্তর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু তার দেহের গড়ন ও রূপের কোন পরিবর্তন হয়নি গত তিরিশ বছরে। কেরালার যখন তিন বছর বয়স তখন ওর বাবা মার সঙ্গে এসেছিল এই গ্রামে। বাবা কাজ করতো গঙ্গার ধারে মিত্র বাবুদের টালিখোলায়, আর মা কাজ করতো ঐ বাবুদেরই ধানের জমিতে। কেরালার বাবা মায়ের যা রোজগার হতো তাতে ওদের তিন জনের সংসারে কোন অভাব ছিল না। বাবুরাই গঙ্গার পারে ঐ জায়গাটা ওদের দিয়েছিল বসবাসের জন্যে। কেরালার বাবা মা যখন কাজে ব্যস্ত থাকত, কেরালা তখন অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে কিংবা আপনমনে ঐ মন্দিরের চাতালে বা উঠোনে খেলা করতো। কেরালার মা প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যাবেলায় মন্দিরের চাতাল আর উঠোন ঝাড় দিয়ে, গঙ্গার জল দিয়ে ধুয়ে দিত। সাঁওতালদের মতো

গায়ের রং ছাড়া, কেরালা ছিল নিখুঁত সুন্দরী। কেরালার রূপ ও ভারি মিষ্টি স্বভাবের জন্যে সবাই ওকে খুব ভালবাসতো। সবচেয়ে মিষ্টি ছিল ওর কথাবার্তা - বাবা আর মায়ের মতো সাঁওতালি ভাষার টানে ছোট বড় সবাইকে কেরালা 'তুই' বলে ডাকতো।

কেরালার যখন বারো বছর বয়স, তখন হঠাৎ ওর মা মারা যায়। মাকে শ্মশানে দাহ করে এসে কেরালা কি রকম যেন রাতারাতি পাণ্টে গেল। সংসারের সমস্ত কাজ, রান্না, এমন কি প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যাবেলায় মায়ের মতো করে মন্দিরের চাতাল আর উঠোন ঝাড় দিয়ে ধুয়ে দিত। ওর বাবা ডুবলো মদের নেশায়, বেশিদিন বাঁচলোও না। কেরালা হয়ে পড়লো একলা। ধান জমির কাজে একদম ওস্তাদ হয়ে উঠল। জমিতে ধান লাগানোর সময় অত তাড়াতাড়ি আর সুন্দর সারি দিয়ে ওর মত কেউ ধান লাগাতে পারতো না। কেরালার যখন ষোল বছর বয়স, পাড়ার সবাই দাঁড়িয়ে থেকে ওর বিয়ে দিল টালিখোলার এক মিস্ত্রির সাথে। বছর পাঁচেক আগে ওর স্বামী মারা গেছে। কেরালার দুই ছেলে, ওদের এখন নিজেদের সংসার। ব্যাঙেলে এক ফ্যান্টারিতে ওরা কাজ করে। দুজনায় অনেক চেষ্টা করেছে মাকে ওদের কাছে নিয়ে যেতে। কেরালা রাজি হয়নি, ওর যুক্তি ছিল বাবা মার ভিটে ছেড়ে অন্য জায়গায় থাকবে কি করে। পাড়ার লোকেরা বলে যে সিদ্ধেশ্বরীই ওকে বেঁধে রেখেছে।

বছর দুয়েক আগে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল ঐ অঞ্চলে। পাশের পাড়ায় এক বাড়িতে থাকতো দুই ভাই - শোভন আর মোহন। শোভন ছিল লেখাপড়ায় খুব ভাল, বেশ ভাল চাকরি করতো। পাড়ায় এক পলিটিক্যাল পার্টির একজন ভাল, ভদ্র কর্মীও ছিল। মোহনের ছিল ব্যবসা। সুখেই ছিল দুই ভাই যৌথ পরিবারে। হঠাৎ শোভনের এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে ও মারা গেল। দাদার আকস্মিক মৃত্যুতে মোহন কি রকম পাগলের মত হয়ে গেলো। একদিন সন্ধ্যাবেলায় আরতির পর সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে ঢুকে মায়ের মূর্তিটা তুলে আছড়ে ফেলল - খান-খান হয়ে গেলো সিদ্ধেশ্বরীর মূর্তিটা। পুরো অঞ্চল জুড়ে লাগল তাণ্ডব, এদিকে মোহন গেল পালিয়ে। থানা-পুলিশ করে মোহনকে ফিরিয়ে আনা হল পাড়ায়। মীমাংসা হবে মন্দিরের সামনে, দায়িত্ব দেওয়া হল পাড়ার এক প্রবীণ মাস্টার মশাইকে। ঐ দিন সমস্ত অঞ্চলের প্রচুর লোক জমায়েত হয়েছে, পুলিশেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে নিরাপত্তার জন্যে। হঠাৎ সেখানে কেরালা হাজির হয়ে বলল, “মাস্টার-বাবু, তোরা কেন ওকে শাস্তি দিবি? ছোকরা তাদের কি ক্ষতি করেছে? যার ক্ষতি করেছে তার অনেক ক্ষমতা আছে। সে যদি মনে করে, সেই শাস্তি দেবে।” সবাই চুপ। মেনে নিল সবাই কেরালার যুক্তি।

ইতিমধ্যে মন্দির-কমিটি দুই কারিগরকে এনে সুন্দর একটি মূর্তি বানাতে সিদ্ধেশ্বরীর, ঠিক যেন আগের মা - অবিকল এক। মাত্র কয়েকটা দিন যদি ঐ অঞ্চলের মানুষের মন থেকে মুছে

যেত, মনে হবে ছ'শ বছরের সিদ্ধেশ্বরী মা যেমন ছিলেন তেমনই আছেন। খুব ধুমধাম করে সিদ্ধেশ্বরীকে বসানো হল পুরনো বেদীতে। আশ্চর্য এক কাণ্ড হ'ল তার কিছু দিন পর। ঐ দুই কারিগর মন্দির-কমিটির কাছে অনুরোধ করল পুরনো মূর্তিটা যদি ওদের দান করা হয়। তার কয়েকটা দিন পরে ঐ দুই কারিগর ফিরে এল - মন্দির-কমিটির হাতে তুলে দিল নিখুঁত ভাবে সারানো ছ'শ বছরের সিদ্ধেশ্বরী মাকে। ঐ মন্দিরেই নতুন করে তৈরি করতে হল আর একটা বেদী। একই মন্দিরে জোড়া সিদ্ধেশ্বরী। ছোট সিদ্ধেশ্বরী থাকলেন নীচের বেদীতে আর বড় সিদ্ধেশ্বরী বসলেন নতুন বেদীতে, পুরনো বেদীর ঠিক উপরে।

রামকৃষ্ণের জেলার মানুষ তো এরা, তাই মন থেকে খারাপটাকে সরিয়ে দিয়ে ভালটাকেই জড়িয়ে ধরল। তাছাড়া এত তাড়াতাড়ি ব্যাপার গুলো ঘটল, সবাই যেন মোহনকে ক্ষমা করে দিল। মন থেকে মুছে দিল একটা দিনের ছোট ঘটনাকে। শুধু মোহনই পারল না ভুলতে। প্রচণ্ড অনুতপ্ত মনে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগল, কি রকম যেন হয়ে গেল ছেলেটা। একদিন মোহনের বউ বাড়িতে রান্না করছে, হঠাৎ গ্যাসের উনুনটা ফেটে গিয়ে আগুন ধরে গেল ওর শাড়িতে। পাড়া প্রতিবেশীরা ছুটে আসার আগেই, একটা জলজ্যাস্ত মেয়ে আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে গেল। মোহন একটুও চোখের জল ফেলেনি। ওর এক নিকট বন্ধুকে শুধু বলেছিল যে ওর বউ নাকি ওর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেল। ঠিক তার সাত দিনের মাথায় মোহন ওদের শোবার ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেল। একের পর এক সমস্ত ঘটনা গুলোতে সবাই খুব অবাক হয়েছিল, কেউ কেউ বলেছিল যে কেরালার কথাই সত্যি হল।

গতবার যখন দুর্গা পূজোতে দেশে গেছিলাম, কালী পূজোটাও কাটিয়ে এসেছিলাম। ঠিক করেছিলাম যে কালী পূজোর দিন একটু বেশি সময় কাটাবো সিদ্ধেশ্বরী তলায়, সেই সঙ্গে পূজোটাও দেখবো। মন্দিরের বাইরে বড় প্যাভেল, তারই এক কোণে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের সাথে গল্প করছিলাম। হঠাৎ সামনে মনে হল একটা চেনা মুখ দেখলাম। একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম, “কেরালাদি, চিনতে পারছো আমাকে?” একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে, আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, “কেনোরে বুড়ো, তোকে চিনতে পারবো না? তুইতো মেজবাবুর বড় বেটা আছিস্।” আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, প্রায় প্রতিদিন বিকেলে কেরালাদি আমাদের বাড়িতে এসে মাকে বলত, “মেজমা, বেটাকে সাজিয়ে দিয়েছিস্? যাই, বিকেল বেলায় একা একা, দিঘির ধারে গিয়ে আমার বুড়োশিবের সঙ্গে একটু প্রেম করে আসি।” আমার গায়ে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, “জানিস বুড়ো, মেজবাবু আমাকে খুব ভালবাসতো রে। গঙ্গার জল বাড়লে না আমাকে রোজ দেখে যেত। একবার এত বন্যা হয়েছে যে গঙ্গার জল আমার বাড়িতে ঢুকে এসেছে। মেজবাবু নৌকা করে এসে আমাকে বলল যে কেরালা তুই আমার সঙ্গে

চল নাহলে গঙ্গা তোকে টেনে নিয়ে যাবে। আমাকে জোর করে নিয়ে গেলোরে তোদের বাড়ি। মেজবাবু আমার সত্যি কারের বাপ ছিল রে।”

বেশ কিছুক্ষণ গল্পের পর বললাম, “কেরালাদি, এখানকার সব কথা শুনলাম। তোমার মা এতই কঠিন যে মোহনদের এই রকম শাস্তি দিল।” সঙ্গে সঙ্গে চোখটা পাকিয়ে বলল, “তুই কি বললি রে। মা শুধু আমার একার, তোর নয়? আজ মেজবাবু আর মেজমা থাকলে তোকে ছপটিপেটা করাতাম।” বকুনিটা হজম করে আবার কথাটা পাড়লাম। কেরালাদি বলল, “যা হবার সে হয়ে গেছে রে। আমরা কি আর ওদের ফেরত আনতে পারবো, তুই বল? ও সব ছাড় তুই, তোর কথা বল। তোকে কতদিন দেখিনি, তুই আর কত পড়াশুনো করবি রে? সেই যে উড়ো-জাহাজে করে মার্কিন দেশে পড়তে গেলি, কবে ফিরবি রে? তুই চলে আয় না রে। নাকি আমি এখানে আছি বলে আমার সতিন তোকে এখানে আসতে দেবে না। বুড়ো, তুই আমার বাড়িতে একটু চল। চল না, তোকে আমার হাতে করা নাড়ু খেতে দেবো।” কেরালাদি এমন জোর করল যে এড়াতে পারলাম না। বন্ধুদের একটু অপেক্ষা করতে বলে, কেরালাদির সঙ্গে গেলাম ওর বাড়িতে।

কেরালাদির মাটির বাড়ি, বাকঝকে দুটো ছোট ঘর আর মাথায় টালির চালা। চৌকিতে একটা আসন পেতে আমাকে বসতে দিল। কেরালাদির হাতে করা নারকোলের নাড়ু আর মুড়ির মোয়া খেতে খেতে আবার ঐ প্রশ্নটাই করলাম। কেরালাদি বলল, “দেখ বুড়ো, এসব কথা আমি কাউকে বলিনি রে। তুই আমার বাবুভাই আছিস্ তাই তোকেই বলছি। ঐ ঘটনাটার পর না মোহন ছোকরাটা রোজ রাত-ভোরে মায়ের কাছে আসতো। রাত তিনটের সময়, চারটের সময় এসে কান্নাকাটি করতো। চাতালে মাথা ঠুকতো আর হাউ হাউ করে কাঁদতো। কতদিন ও বেচারার কান্না শুনে আমিই চলে এসেছি। বলতাম তুই বাড়ি যা, তোর পাপ মা হজম করে নিয়েছে। দেখতে পারছিস্ না মা এখন কত সুখে আছে। সবাই চলে গেলে মা ছোট বোনের সঙ্গে গল্প করে, কিন্তু ও শুনতো না। শুধু কাঁদতো আর বলতো যে ওকে মা আর কোনদিন ক্ষমা করবে না। জানিস বুড়ো, ওর কষ্ট দেখে মা আর থাকতে পারলো না রে। শাস্তি কি বলছিস তুই, এত পড়াশুনো করে তুই কি শিখেছিস। মা কি ঐ ভাবে নিজের সন্তানকে শাস্তি দিতে পারে? মা ওকে নিজের কোলে টেনে নিয়ে ওর বউটার সাথে আবার মিলিয়ে দিল। ওদের শাস্তি দিল রে, ওদের শাস্তি দিল।” কথাগুলো কেরালাদি এত সহজ ভাবে বলল, অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। কেরালাদির মতো আমার তো সৌভাগ্য হয়নি সারা জীবন মায়ের অতো কাছে থাকার। সত্যি কথা বলতে ওর মতো ঐ রকম অগাধ বিশ্বাসও আমার কোনদিন হবে না। কিন্তু ঐ কালী পূজোর দিন, মন্দিরের পিছনে, শ্মশান ঘাটের ঠিক পাশেই, কেরালাদির মাটির ঘরে বসে যেন দেখলাম এক জীবন্ত সিদ্ধেশ্বরী।

Enjoy the festivities of Durga Pooja with the Prabasi Bengali Pack!



Get connected to your roots with three new Bengali channels:
Sony AATH, Tara Muzik and STAR Ananda



Sony AATH is India's first and only 24-hour premium Bengali movie channel. Growing substantially in a short span of time, it is currently viewed in over 2.8 million homes in West Bengal. With a library of over 1000 contemporary and classical movie titles, AATH not only has the biggest Bengali-movies library in India, but also the best Uttam Kumar movies in its fold. AATH premieres one movie every week round the year.



TARA Muzik telecasts a wide range of programs, starting early in the morning with an interactive musical chat show. A variety of other musical programs telecast throughout the day are mainly anchored by well-known artists who are big names in the Bengali Music World. TARA Muzik also showcases telefilms with well-known short film makers, many of whom have won prestigious awards in the regional and international markets.



এখানে থাকে। এখানে রাখে।

STAR Ananda, India's first 24-hour national Bengali news channel, features news from West Bengal State of India as well as national and international news. News bulletins such as "Ekhon Kolkata" focus on the local flavor of the city, civics and lifestyle. "STAR Khobor" delivers a perceptive round-up on affairs of the nation and the world. "Hoy Ma Noy Bouma" covers news from entertainment industry. STAR Ananda has consistently ranked as West Bengal's best Bengali news channel.

Prabasi Bengali Package: \$19.99/mo.

(No upfront cost when you get Prabasi Bengali Package with American channels)

Call to subscribe: 1.888.229.8202

All prices, packages and programming subject to change without notice. Local and sales taxes may apply. Programming is available for single-family dwellings located in the continental United States. All DISH Network programming, and any other services that are provided, are subject to the terms and conditions of the promotional agreement and Residential Customer Agreement, which is available upon request. Hardware and programming sold separately. Customer must subscribe to minimum programming, including DISH America, DISH MEXICO or a qualifying International package, a \$6.00/mo. Service Access fee will apply in addition to the monthly price for International programming. A second dish antenna may be required to view both International and American programming. All services marks and trademarks belong to their respective owners.



বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন্ অফ গ্রেটার শিকাগো

Bengali Association of Greater Chicago



6621 Green Road, Woodridge, IL 60517

<http://www.bagc.net>



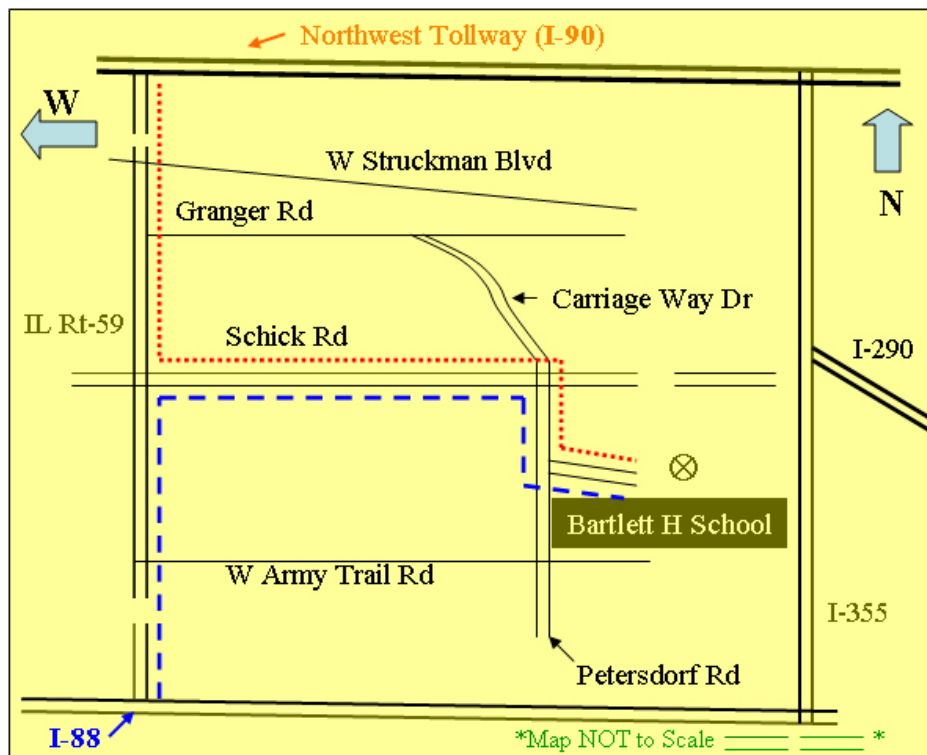
To:

Postal Stamp



Mark your calendar for the upcoming BAGC event:

“দুর্গা পূজা” :: শুক্র-শনি-রবিবার, ২৮-৩০’শে আশ্বিন ১৪১৭



Venue: [Oct. 15-17, 2010]

Bartlett High School

701 W. Schick Road

Bartlett, IL 60103

Phone: (630)372-4700

Direction

From I-90: . . . Head south on IL-59 N; Turn left at Schick Rd; Turn right at Petersdorf Rd and then turn left to School.

From I-88: - - - Head north on IL-59 N, Turn right at Schick Rd, Turn right at Petersdorf Rd and then turn left to School.